শ্রীনারদের ভগবৎ-অনুভূতি

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একসময় নারদ ঋষি জানিতে পারিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রকট হইয়াছেন। সেই কথা শুনিয়া নারদ তাঁহার বীণা বাজাইতে বাজাইতে তখন গোকুলে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি নন্দরাজের গৃহতে দিব্য বালকের সুসজ্জিত রূপের মধ্যে মহাযোগীশ্বর দিব্য-দর্শন ভগবান অচ্যুতকে দর্শন করিলেন। দিব্য বালক ভগবান সোনার পালঙ্কে কোমল শ্বেত বস্ত্রের উপরে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর চতুর্পাশে অতি প্রসন্নচিত্তে প্রেমবিহ্বল ভাবে গোপবালিকাগণ তাঁহাকে দেখিতে ছিলেন। তাঁহার শরীর সুকুমার এবং এক অসাধারণ সরলতাপূর্ণভাবের আভামণ্ডল তাঁহার শ্রীমুখে যেন দিব্যশ্রী বর্ষণ করিতেছিল। কুঞ্চিত কালো কেশদাম অপূর্ব শোভা বেষ্টন করিয়া তাঁহার শয্যা হইতে ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি একটু হাসিতেছেন, তাহাতে একটি-দুটি দন্ত ঝলকে বাহির হইয়া পড়িতেছে; বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে তাঁহাকে। তিনি যেন তাঁহার গৃহকে উজ্জ্বল শ্রীমণ্ডিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে নগ্ন ছোট্ট বালকরূপে দেখিয়া নারদের মন অতীব হর্ষান্বিত হইল। নারদ তখন নন্দরাজকে বলিলেন — ''তোমার পুত্রের অতুলনীয় প্রভাবে যে শ্রীশ্রীনারায়ণের ভক্তের পরম দুর্লভ জীবন হয়, ইহা এই জগতে কেহ জানে না। শিব ব্রহ্মা আদি দেবতারাও এই বিচিত্র বালকের প্রতি নিরন্তর অনুরাগ রাখিতে চান। ইহার চরিত্রও সর্বজনের জন্যে অতীব আনন্দদায়ী। অচিন্ত্য প্রভাবশালী তোমার এই শিশুর প্রতি স্নেহবশতঃ যে জন তাঁহার পুণ্য চরিত্রের সানন্দ চিত্তে কীর্তন, শ্রবণ এবং অভিনন্দন করিবেন তাহার কভুও ভববন্ধন হইবে না। হে গোপবর! তুমি পরলোকের ইচ্ছা ছাড়িয়া দাও এবং অনন্যচিত্তে এই দিব্য বালকের প্রতি অহেতুকী প্রেম করো।'' এই কথা বলিয়া মুনীন্দ্র নারদ নন্দভবন হইতে বিদায় লইলেন। নন্দরাজও বিষ্ণুজ্ঞানে মুনীন্দ্রকে তাহার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিয়া বিদায় দিলেন।

মহাযোগীশ্বর নারদ দিব্য-দর্শন ভগবান অচ্যুতকে দর্শন করিলেন

ইহার পর মহাভাগবত নারদ মনে মনে ইহাই বিচার করিতে লাগিলেন যে শ্রীভগবানের নিত্য কান্তা শ্রীমতী দেবীও নিশ্চয়ই তাঁহার নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তাঁহার বিবাহার্থ গোপীরূপ ধারণ করিয়া কোথাও অবশ্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রজবাসীগণের ঘরে ঘরে তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে। এই প্রকার মনে মনে ভাবনা করিয়া মুনিবর ব্রজবাসীদিগের ঘরে ঘরে অতিথি হইয়া গেলে পরে তখন ব্রজবাসীরা তাঁহাকে বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। গোপদের মধ্যে নন্দনন্দনের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেমভাব দেখিয়া নারদও উহাদিগকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। তারপর তিনি নন্দের মিত্র মহাত্মা বৃষভানুর ঘরে গেলেন। বৃষভানু নারদকে বিধিবৎ পূজা করিলে পরে তখন নারদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ''সাধু! আপনি আপনার ধার্মিকতার জন্যে বিখ্যাত আছেন শুনিয়াছি। আপনার কি কোন সুযোগ্য পুত্র বা সুলক্ষণা কন্যা আছে যাঁর দ্বারা আপনার কীর্তি সমস্ত লোকালোক ব্যাপ্ত হইতে পারে?'' মুনিবর এই প্রকার কথা কহিলে পরে ভানু প্রথমেই তাহার মহান্ তেজস্বী পুত্রকে আনাইয়া নারদকে প্রণাম করাইলেন। তদনন্তর নিজের কন্যাকে দেখাইবার জন্যে নারদকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূমিতে শায়িতা অপূর্ব দিব্য বালিকাকে দেখিবামাত্রই নারদ তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। সেই সময় নারদের চিত্ত স্নেহভাবে বিহ্বল হইয়া উঠিল। কন্যার অদৃষ্ট তথা অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত স্বরূপ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত নারদ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি, একমাত্র রসের আধার পরমানন্দময় সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খাইয়া দুই-পল প্রস্তরবৎ স্থির হইয়া রহিলেন, তৎপরে তিনি চক্ষু খুলিলেন এবং এক মহান আশ্চর্য্যভাবে তিনি মূক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর অন্তরমুখীন মহাবুদ্ধিমান মুনিবর মনে মনে এই প্রকার ভাবনা করিলেন —''আমি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া সমস্ত লোকে ভ্রমণ করিয়াছি পরন্তু ইহার তুল্য অলৌকিক সৌন্দর্য্যময়ী কন্যা কোথাও দেখি নাই। ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোক এবং ইন্দ্রলোকেও আমার গতি আছে; কিন্তু ইঁহার কোটি-শোভার এক অংশও আমি কোথাও

দেখি নাই। যাঁহার রূপে চরাচর জগত মোহিত হইয়া যায়, সেই মহামায়া ভগবতী গিরিজাকুমারীকেও দেখিয়াছি। তিনিও ইঁহার শোভা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি আর বিদ্যা আদি দেবীরাও ইঁহার ছায়াকে স্পর্শ করিতে পারেন, এইরকমও দেখা যাইতেছে না। অতএব ইঁহার তত্ত্বকে জ্ঞাত হইবার শক্তি আমার মধ্যে কোন প্রকারেই নাই। অন্যেরাও কেহই এই হরিবল্লভাকে জানে না। ইঁহার দর্শনমাত্রই গোবিন্দের চরণকমলে আমার প্রেমস্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; এইরকম বোধ পূর্বে কখনো হয় নাই। এখন অনন্ত বৈভব দর্শিতা এই দেবীকে আমি একান্তে বন্দনা করি। ইঁহার অতুলনীয় রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দজনক হইবে।'' এই প্রকার ভাবিয়া নারদ তখন গোপবর ভানুকে কোন অছিলায় অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন আর কোনও একান্ত স্থানে যাইয়া তিনি সেই দিব্যরূপিণী বালার স্তুতি করিতে লাগিলেন — ''দেবি! অনন্ত-কান্তিময়ী মহাযোগেশ্বরি! তোমার অঙ্গ মোহন এবং দিব্য, তাহা হইতে অনন্ত মধুরিমা বর্ষিত হইতেই থাকে। তোমার হৃদয় মহান অদ্ভুত রসানন্দে পরিপূর্ণ রহে। তুমি কোনও মহান সৌভাগ্যে আজ আমার নেত্রদ্বয়ের অতিথি হইয়াছ। হে দেবি! তোমার দৃষ্টি অন্তঃকরণে নিরন্তর সুখদায়িনী প্রতীত হইতেছে। তুমি তোমার অন্তরে মহান্ আনন্দে তৃপ্ত রহিয়াছ এই রকমই দেখা যাইতেছে। তোমার এই প্রসন্ন, মধুর তথা সৌম্য মুখমণ্ডল হৃদয়ে সুখদা রূপে কোনও মহান্ আশ্চর্য্যকে ব্যক্ত করিতেছে। অত্যন্ত শোভাময়ি! তুমি রজোগুণের কলিকা আর শক্তিরূপা। সৃষ্টি, পালন এবং সংহাররূপে তোমারই স্থিতি হয়। তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী এবং দিব্যারূপিণী পরাশক্তি তথা পরমানন্দময় বৈষ্ণবধামকে ধারণ করিয়া আছ। ব্রহ্মা এবং রুদ্রের পক্ষেও তোমাকে জ্ঞাত হওয়া কঠিন। তোমার বৈভব আশ্চর্য্যময়। যোগেশ্বরগণেরাও তোমায় ধ্যানপথে কখনো স্পর্শ করিতে পারে না। আমার বোধিতে এইরকমই প্রতীত হইতেছে যে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি — এইগুলি তোমার অংশমাত্র। মায়া হইতেও বিশুদ্ধ রূপ ধারণ করিয়া পরমেশ্বর মহাবিষ্ণুর যে অচিন্ত্য বিভূতিসকল রহিয়াছে, সেই সমস্তই তোমার অংশমাত্র। হে ঈশ্বরি! তুমি আনন্দময়ী শক্তি নিঃসন্দেহে; অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কুমারী অবস্থাতেই তুমি তোমার দিব্য সুন্দর রূপের মহিমায় সমগ্র বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছ; না জানি যৌবন স্পর্শ করিলে তোমার রূপ লাবণ্য তথা হাস্য-বিলাসযুক্ত দর্শন কেমন অদ্ভুত বিলক্ষণ হইবে! হে হরিবল্লভে! তোমার ওই পূজনীয় দিব্য স্বরূপকে আমি দর্শন-প্রত্যক্ষ করিতে চাই, যাহাতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। নমো মহেশ্বরি মাতঃ! আমার মত শরণাগত ও প্রণত ভক্তের জন্যে দয়া পরবশ হইয়া তুমি তোমার প্রকৃত দিব্য স্বরূপ প্রকটিত করো।'' —

এইরূপ নিবেদন করিয়া নারদ তদর্পিত চিত্তে সেই মহানন্দময়ী পরমেশ্বরীকে নমস্কার করিলেন এবং ভগবান গোবিন্দের স্তুতি করিতে করিতে তিনি সেই দেবীর প্রতি একদৃষ্টে ধ্যান অবস্থায় দেখিতে লাগিলেন। যেই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্তন করিতেছিলেন, সেই সময় ভানুসূতা চতুর্দ্দশবর্ষীয় পরমলাবণ্যময় অতীব মনোহর দিব্যরূপ ধারণ করিলেন। তৎকালে অন্যান্য ব্রজবালাগণ, যাঁহারা তাঁহার সমান বোধ অবস্থার বোধ-ভূমিতে সমাসীন ছিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা দিব্যভূষণ এবং সুন্দর কণ্ঠহার ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বালাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিলেন। সেই সময় বালিকার সখীগণ তাঁহার চরণোদকের বিন্দুদ্বারা মুনিবরকে সিঞ্চিত করিয়া কৃপা পূর্বক বলিলেন — ''হে মহাভাগ মুনিবর! বস্তুতঃ আপনি আপনার পরমা ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়াছেন; কারণ ব্রহ্মা, রুদ্র আদি দেবতা, সিদ্ধ মুনীশ্বর তথা অন্যান্য ভগবদ্ভক্তের জন্যে তাঁহার দর্শনলাভ সুকঠিন, সেই অদ্ভুত বয়োরূপসম্পন্না বিশ্বমোহিনী হরিপ্রিয়া কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্যবশে আজ আপনার দৃষ্টিপথে পদার্পণ করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি! উঠুন, উঠুন, শীঘ্রই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ইঁহার পরক্রিমা তথা বারম্বার ইঁহাকে নমস্কার করুন। আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে এই ক্ষণেই ইহা অন্তর্ধান হইয়া যাইবে, আর, এঁনার সহিত কোনও ভাবেই আর আপনার সম্ভাষণ সম্ভব হইবে না।'' সেই প্রেম বিহ্বলা সখীদের বচন শুনিয়া নারদ দুই মুহূর্ত মধ্যেই সেই সুন্দরী বালাকে প্রদক্ষিণ করিয়া লইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তারপর ভানুকে ডাকিয়া বলিলেন — ''তোমার পুত্রীর প্রভাব খুবই বিরাট। দেবতাও ইঁহার মহত্ব জানিতে পারেন না। যেই গৃহে ইঁহার চরণচিহ্ন থাকে সেথায় সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ নিবাস করিয়া থাকেন আর সমস্ত সিদ্ধি সহিত লক্ষ্মীদেবীও বাস করেন। আজ হইতে সম্পূর্ণ আভূষণাদি ভূষিত এই অনন্য সুন্দরী কন্যাকে মহাদেবী সমান জ্ঞানে অতি যত্নপূর্বক ঘরে রক্ষিত রাখিবে।'' এই বলিয়া নারদ হরিগুণগান করিতে করিতে বৃষভানুর গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

(বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত)